৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০৩

Topic:
ভাষা আন্দোলন – ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচন

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

আওয়ামী মুসলিম লীগের গঠন

- ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার কে,এম, দাস লেনের রোজ গার্ডেনে এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে (জেলে বন্দী অবস্থায়) অন্যতম যুগ্মসম্পাদক করে সরকারি মুসলিম লীগের বিপরীতে আওয়ামী (অর্থাৎ জনগণের) লীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। অবশ্য দলের আনুষ্ঠানিক নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ।
- একটি অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত করার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি কেন বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২১-২৩ অক্টোবর, ১৯৫৫ আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সদর ঘাটের রূপমহল সিনেমা হলে। এই সম্মেলনে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।
- ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকায় যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অন্যতম নেতা হল শেখ ফজলুল হক মনি।
- ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ১৮ মার্চ, ১৯৫৭ সালে ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ছেড়েছেন।
- পাকিস্তানের পররষ্ট্রনীতি নির্ধারণে সোহরাওয়ার্দীর সাথে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় ভাসানি আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন।
- ভাসানীর পর আওয়ামী লীগের সভাপতি হন মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ।
- জুলাই, ১৯৫৩ আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলনে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
- ১৮-২০ মার্চ, ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও তাজউদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।
- ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিব বাণিজ্য, শিল্প, শ্রম ও দুর্নীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব পালন করেন ।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩, ভাসানী ও শেরে বাংলা চুক্তির মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। এই ফ্রন্টে মোট ৪ টি দল অংশগ্রহণ করে। আওয়ামি মুসলিম লীগ, কে. এস. পি, গনতান্ত্রিক দল ও নেজামী ইসলামী।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য শেরে বাংলা জুলাই ১৯৫৩ কে. এস. পি. নামে দল গঠন করে। এর পূর্বে তার দলের নাম ছিল কৃষক প্রজা পার্টি। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা উঠে যাওয়ায় প্রজা শব্দটি বাদ দেয়া হয়।

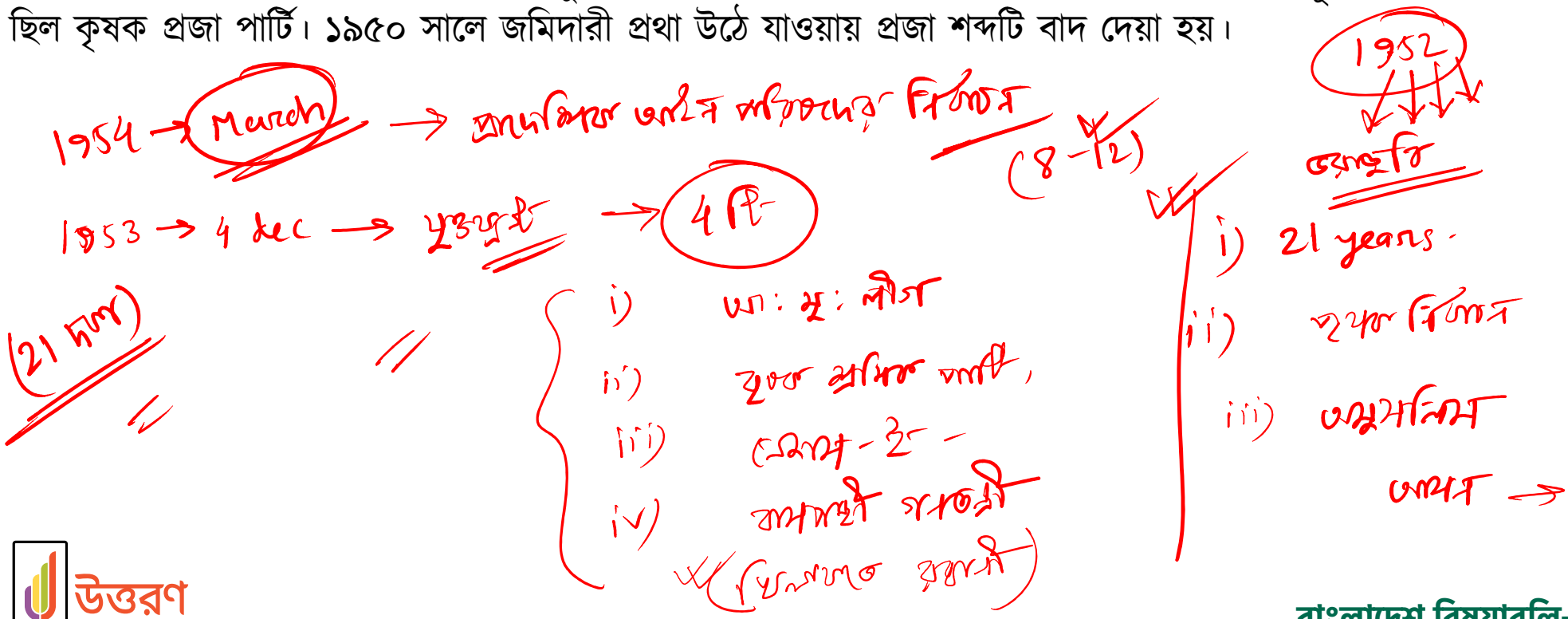

১৯৫৪ এর নির্বাচন

- ৮-১২ মার্চ, ১৯৫৪, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা মেনিফেস্টো দেয়। এর ১৯ তম দফায় লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়। যদি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হত তবে ১৯৫৪ সালের এসে এমন দাবী করতে হত না।
- **আসনঃ** এই নির্বাচনে ৩০৯ টি আসন রাখা হয়। সাম্প্রদায়িকতার ওপর ভিত্তি করে আসন বণ্টন করা হয়। মুসলমানদের জন্য ২৩৭ এবং অমুসলমানদের জন্য ৭২ টি আসন রাখা হয়।
- **ইশতেহারঃ** ২১ দফা ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করা হয়। এর ১ম দফা ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী। ১৫শ দফা ছিল বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা।
- **প্রতীকঃ** যুক্তফ্রন্টের নৌকা ও মুসলিম লীগের হারিকেন।
- **ফলাফলঃ** ২৩৭ টি আসনে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩ টি। এর মধ্যে এককভাবে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩ টি আসন। মুসলিম লীগ পায় ৯ টি আসন। ৪ টি পায় সতন্ত্র। পরে সতন্ত্র সদস্যরা যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়ায় যুক্তফ্রন্টের সদস্য দাঁড়ায় ২২৩+৪=২২৭।
- **সরকার গঠনঃ** ৩ এপ্রিল, ১৯৫৪, গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান শেরে বাংলাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ পড়ালে শেরে বাংলার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়।
- **শেখ মুজিবঃ** এই নির্বাচনে তিনি ফরিদপুর-১৪ নং আসন থেকে ওয়াহেদুজ্জামান ঠান্ডু মিয়াকে পরাজিত করে জয়লাভ করেন। ১৫ মে, ১৯৫৪ শেরে বাংলা তাকে কৃষি ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে শপথ পড়ান।
- **সরকার বরখাস্তঃ** আদমজী জুট মিলে বাংলাভাষী ও উর্দুভাষী শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গার অজুহাতে ৩০ মে ১৯৫৪, ৯২(ক) ধারা প্রয়োগ করে শেরে বাংলার সরকারকে বরখাস্ত হরা হয়।

POLL QUESTION-04

✪ যুক্তফ্রন্ট সরকার কতদিন ক্ষমতায় ছিল?

(a) ৫৩ দিন

(b) ৫৬ দিন

(c) ৫৪ দিন

(d) ৬০ দিন

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

➲ আওয়ামী লীগের ৬-দফা পেশ করা হয়েছিল- [৪০তম বিসিএস]
(ক) ১৯৬৬ সালে (খ) ১৯৬৭ সালে (গ) ১৯৬৮ সালে (ঘ) ১৯৬৯ সালে

➲ ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালের- [৩৮তম বিসিএস]
(ক) ফেব্রুয়ারিতে (খ) মে মাসে (গ) জুলাই মাসে (ঘ) আগস্টে

➲ ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ছিলেন না– [৩৮তম বিসিএস]
(ক) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক (খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(গ) মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ঘ) নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

➲ ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল– [৩৭তম বিসিএস]
(ক) ধানের শীষ (খ) নৌকা (গ) লাঙ্গল (ঘ) বাইসাইকেল

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

➲ ঐতিহাসিক ৬-দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) বিল অব রাইটস (খ) ম্যাগনাকার্টা (গ) পিটিশন অব রাইটস (ঘ) মুখ্য আইন

➲ ৬-দফা দাবি কোথায় উত্থাপিত হয়? [৩০তম বিসিএস]
(ক) ঢাকা (খ) লাহোর (গ) দিল্লি (ঘ) চট্টগ্রাম

➲ ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবির প্রথম দাবি কি ছিল? [২৮তম বিসিএস]
(ক) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (খ) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
(গ) পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ (ঘ) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি স্বত্বের উচ্ছেদ সাধন

➲ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য তখনকার বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়-দফা দাবি পেশ করেন। ঐ সম্মেলন কোথায় হয়েছিল? [১৮তম বিসিএস]
(ক) ঢাকায় (খ) নারায়ণগঞ্জে (গ) লাহোরে (ঘ) করাচীতে

1955: → 7 July → মরী → চুক্তি → পূর্ব বাংলার → পূর্ব পাকিস্তান। {Pakistan Day → 23 March}

1956: → (Constitution) → 9 January → 29 Feb, (23 March → কার্যকর)

{12 sep → 1956 → সোহরাওয়ার্দী → PM} → 1957 → (কাগমারী)

(1957) → টাঙ্গাইলের → কাগমারী → (NAP) → National Awami Party.

1958: Iskandar Mirza → (7 october, 1958) → Martial Law → CMA → (আইয়ুব খান)

1959: → (মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ) → (27 october) → (4 স্তর)

President

ইউনিয়ন পরিষদ → থানা → জেলা → বিভাগ

ত্রুটি:

i) স্বৈরতন্ত্র হওন।

ii) দুর্নীতি →

iii) রাজনীতির প্রতি অনীহা

iv) প্রতারণা

v) অগণতান্ত্রিক।

(1959) → মৌলিক

→ (1962)

শিক্ষা: → অর্থনৈতিক হতে সমস্যা।

→ 1962 → ২ শরীফ কমিশন

→ ব্যয় (অর্থনৈতিক)

→ Gov. → Student

→ ভর্তি → (English)

→ উর্দুকে → বাদ

আন্দোলন

(1964) → সাম্প্রদায়িক → দাঙ্গা

(1965) → president election

(COP)

(Combined opposition party)

(1966) → **(ছয়দফা)**

2 → Jan → (তাসখন্দ)

পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান

পাকিস্তান ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে। পরবর্তীতে পাকিস্তানের নিজস্ব সংবিধান তৈরির কার্যক্রম শুরু হয়। সংবিধান প্রণয়নে সময় লেগেছিল ৯ বছর।

- **কার্যকরঃ** ২৩ মার্চ ১৯৫৬, পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কার্যকর করা হয়। তাই তারা এটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করে। ২৩ মার্চ সংবিধান কার্যকর করার একটি কারণ হল এটি "লাহোর প্রস্তাব" দিবস।
- **সরকার ব্যবস্থাঃ** এই সংবিধানে গভর্নর জেনারেলের শাসনের অবসান ঘটে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়।
- **নামকরনঃ** এই সংবিধানে দেশের নাম করা হয় Islamic Republic of Pakistan ও পূর্ব বাংলার নামকরন করা হয় Islamic Republic of East Pakistan। পূর্ব বাংলা নামটি বাদ দেয়ায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ১৩ জন সদস্য এই সংবিধানে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকেন।
- **বাংলাকে রাষ্ট্রভাষাঃ** এই সংবিধানে মোট ২৩২ টি অনুচ্ছেদ রাখা হয়। এর ২১৪ নং অনুচ্ছেদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়।
- **সংবিধান বাতিলঃ** অক্টোবর ১৯৫৮- মার্চ ১৯৫৯, ৭ অক্টোবর ১৯৫৮, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল করে দেন। তিনি সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রসাশক নিযুক্ত করেন। ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তাকে লন্ডন পাঠিয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করেন।

* ১ম সংবিধান মাত্র ২ বছর ৮ মাস চালু ছিল। ১ মার্চ ১৯৬২, আইয়ুব খান পাকিস্তানের ২য় সংবিধান কার্যকর করেন।

কাগমারী সম্মেলন

- ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭, টাঙ্গাইলের কাগমারীতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাকে কাগমারি সম্মেলন বলে।
- আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা ভাসানি এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।
- ভাসানি এখানে বলেন, স্বায়ত্তশাসনের দাবী মানা না হলে বাংলার জনগণ পাকিস্তানকে আসসালামু আলাইকুম বলতে বাধ্য হবে।
- ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই ভাসানি ন্যাপ গঠন করেন।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন

- ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ ইস্কান্দার মীর্জা প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুনের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে প্রথম সামরিক শাসন জারি করে।
- ৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন।
- ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ মাত্র ২০ দিনের মাথায় আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।
- ২৮ অক্টোবর ১৯৫৮, আইয়ুব খান প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত করে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ২৭ অক্টোবর ১৯৫৯, প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ' জারি করেন। এতে ৪ স্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

শরীফ শিক্ষা কমিশন+১৯৬২ শিক্ষা আন্দোলন

- ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮, আইয়ুব খান পাকিস্তানের শিক্ষা সচিব এস. এম" শরীফকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন।
- ১৯৬২ সালে একটি রিপোর্ট প্রদান করা হয়। এতে বলা হয়, শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয় যা বিনামুল্যে পাওয়া যেতে পারে।
- ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল সচিবালয়ে যাওয়ার পথে পুলিশ গুলি চালালে বাবুল মোস্তফা, ওয়াজিউল্লাহ নিহত হয় এবং প্রায় ২৫০ জন আহত হয়।
- ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬২, সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে শরীফ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট স্থগিত করা হয়।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

- ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয় তা ১৭ দিন পর ২৩ সেপ্টেম্বর শেষ হয়।
- ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে তৎকালীন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেকেস কোসিগিনির মধ্যস্ততায় 'তাসখন্দ চুক্তি'-র মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।
- ভারতের পক্ষে বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের পক্ষে আইয়ুব খান এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

৬-দফা:

→ (প্রস্তাবক) → শেখ মুজিবুর রহমান → (পূর্ব বাংলা) ⇒ (আওয়ামী লীগ)

1966 → 5,6 → Feb → লাহোরে → ৬-দফা → (6 Feb)

7 - Feb → Newspaper → 21 Feb → "আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচি"

→ 1966 → (5,6) → Feb → লাহোরে → 6 Feb — (সূচনা) → (৬ দফা)

→ 21 Feb → সূচনা

→ 13 March → Working committee → ৬-দফা → অনুমোদিত

→ 15 March → কাউন্সিলের সভা।

→ 18 March → (সূচিত হয়)

→ 23 March → আনুষ্ঠানিক → ৬-দফা →

8 May – 1966
↓
=

৬ দফা প্রণয়ন

- শেখ মুজিব CSP officer রুহুল কুদ্দুস সাহেবকে talking points গুলো প্রস্তুত করার অনুরোধ করেন। তিনি ৭-দফা প্রস্তাব প্রণয়ন করেন। ৭ম দফা ছিল- ২ প্রদেশে ২ গভর্নর থাকবেন। আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে বিধায় ৭ নং বাদ দিয়ে দেয়।
- অতঃপর তাজউদ্দীন আহম্মদ, রেহমান, সোবহানসহ ঢাবির অর্থনীতি বিভাগের ৪ জন প্রফেসরকে নিয়ে ৬-দফা প্রস্তুত করেন। রুহুল কুদ্দুস এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। [সূত্রঃ মহিউদ্দিন আহমদের আওয়ামী লীগের উত্থান পর্ব(১৯৪৮-১৯৭০)]
- শেখ মুজিব ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেন। এজন্য ভারতের সহায়তা প্রয়োজন ছিল। একারণে তিনি এবং মানিক মিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের কূটনীতিক বা পলিটিকাল কনসাল শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জীর সাথে কথা বলেন।
- জানুয়ারি, ১৯৬৬ তিনি আগরতলায় যান। সেখানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্ররায় চৌধুরীর সাথে কথা বলেন। শচীন্দ্র দিল্লীতে নেহেরুর সাথে শেখের প্রস্তাব নিয়ে কথা বলেন। নেহেরু ১৯৬২ সালে ঘটে যাওয়া ভারত চীনের মধ্যে যুদ্ধের কারণে শেখ মুজিবকে সহায়তা করার অপারগতা প্রকাশ করেন।
- এমনই এক বাস্তবতায় ৬ দফা নিয়ে কথা হলে শেখ মুজিব বলেন,

১। আমার লক্ষ্য এক দফা। আমি দিয়েছি ৬ দফা। এক দফায় উপনীত হওয়ার জন্য ৬ দফা নামে একটি সাঁকো দিলাম।
২। পাকিস্তান কখনই ৬ দফা মানে না আর আমি কখনো ৬ দফা থেকে সরে আসব না।

* এটাই সত্য যে, পাকিস্তান কখনই ৬-দফা মেনে নেয়নি। এবং শেখ মুজিব ৬-দফা থেকে সরে আসেননি। যায় অনিবার্য ফলাফল ৭১ এর বাংলাদেশ।

৬ দফা

- ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, তাসখন্দ চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য লাহোরে নিজামী ইসলাম ইসলামি নেতা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসভবনে বিরোধী দলগুলোর নেতাদের কনভেনশন ডাকা হয়। কনভেনশনের subject committee এর বৈঠকে শেখ মুজিব আলোচ্য সূচি হিসেবে ৬-দফা উত্থাপন করেন। পাকিস্তানের নেতারা ৬-দফা গ্রহণ না করায় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ৬-দফা প্রকাশ করেন। [কনভেনশন- একাধিক দলের মধ্যে কনফারেন্স-দুই/একই দলের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কনভেনশন ট্রিটি- অনেক জাতি/ দেশের মধ্যে/ দুটি দল/ মানতে হবে]
- ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, '৬-দফা বাঙ্গালির মুক্তির সনদ'
- ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ বঙ্গবন্ধুর নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি- ছয় দফা' কর্মসূচি শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।
- ১৩ মার্চ, ১৯৬৬ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা অনুমোদিত হয়।
- ১৫ মার্চ, ১৯৬৬ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ৬ দফা প্রণয়নকারীদের পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
- ১৮ মার্চ, ১৯৬৬ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে "আমাদের বাঁচার দাবি-ছয়-দফা" গৃহীত হয়।
- ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা ঘোষণা করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ৮ মে, ১৯৬৬ ছয়-দফার কারণে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ৬ দফা দাবি আন্দোলনের প্রথম তিন মাসে শেখ মুজিবুর রহমান আটবার গ্রেপ্তার হন। এই গ্রেফতারের পূর্বে ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ৫০ দিনে তিনি ৩২টি জনসভায় ভাষণ দেন। এই সময় সীমার মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তিনি ৬ দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন।
- ছয় দফা দিবস - ৭ জুন।
- ৬ দফার অন্য নাম- ম্যাগনাকার্টা বা পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি।

৬ দফা

১ম দফা	• দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি
২য় দফা	• কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা/দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি
৩য় দফা	• মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা
৪র্থ দফা	• রাজস্ব কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয়
৫ম দফা	• বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা
৬ষ্ঠ দফা	• আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন সংক্রান্ত ক্ষমতা

৬ দফা মানেনি তার প্রমাণ

১। আইয়ুব খানের বক্তব্য (২০ মার্চ, ১৯৬৬)
২। ৬ দফা আন্দোলনঃ শেখ মুজিবসহ সকল পর্যায়ের নেতাদের গ্রেপ্তার।
৩। ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ও ১০ মার্চ করাচীতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর RTC-তে আলোচ্য সূচিতে ৬-দফা আলোচনা না করায় ব্যর্থ হয়।
৪। বাংলাদেশ নাম প্রস্তাব। ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯
৫। ১৯৭০ এর নির্বাচন ও LFO:
The legal framework order: ১৯৭০ নির্বাচনের বিধিমালা। অনুচ্ছেদ-২৭, তফসিল-৩
LFO এর অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার প্রশ্ন উঠলে শেখ মুজিব বলেন, 'আমি নির্বাচনে অংশ নিয়েছি ৬-দফার প্রতি গণভোটের জন্য। নির্বাচনের পর যতদ্রুত সম্ভব আমি LFO ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলে দেবো।'
LFO - ২০ অনু: Islamic Republic of East Pakistan
২২ অনু: জাতীয় পরিষদের ১২০ দিনের সংবিধান
২৪ অনুঃ প্রণীত সংবিধান রাষ্ট্রপতি অনুমোদন না দিলে নির্বাচন বাদ
৬। আওয়ামী লীগের কর্মসূচী
৭। ভুট্টোর বক্তব্যঃ ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭০ ভুট্টো বলেন, 'শেখ মুজিবের অধীনে বিরোধী দলে বসবেন না।' তিনি আরও বলেন, 'শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে না। কারণ শেখ মুজিবের নির্বাচনী ইস্তেহার আর ৬-দফার অর্থই হল পূর্ব-পাকিস্তানকে বাংলাদেশ বলে স্বাধীন করা'
৮। মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকঃ ১৬-২২ মার্চ ১৯৭১(১৮ মার্চ বাদে) ৬ দিন বৈঠক হয়। এখানে শেখ মুজিব ৬ দফার সাথে সমঝোতা করেননি।

কেন ৬ দফা মানবে না পাকিস্তান

- লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, 'রাষ্ট্রগুলো সম্পূর্ণ সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত হবে।' কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।
- ২ নং দফায়-> কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা।
- ৪ নং দফায়-> খাজনা, ট্যাক্স ধার্য, আদায়, জমার অধিকার থাকবে অঙ্গরাজ্যের হাতে।
- ৫ নং দফায়-> আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষমতা।

POLL QUESTION-05

✪ মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ কবে জারি হয়?

(a) ২৩ মার্চ, ১৯৬০

(b) ২৭ অক্টোবর, ১৯৫৯

(c) ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮

(d) ৭ অক্টোবর, ১৯৫৯

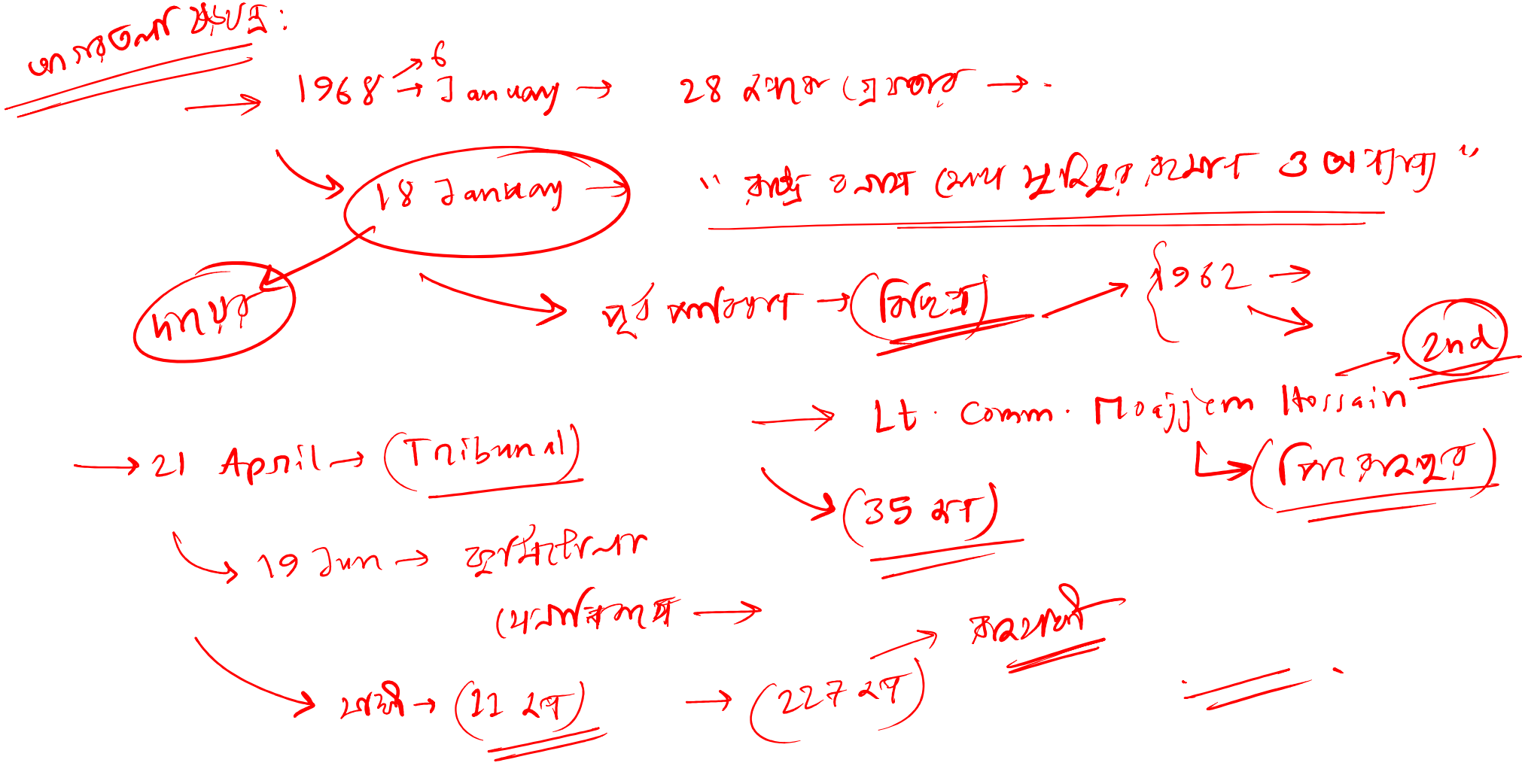

আগরতলা মামলা (১৯৬৮)

- **অভিযোগঃ** ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহযোগীরা ভারতের সহয়তায় সশস্ত্রভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার চক্রান্ত করছে।
- মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত। এই মামলাটির আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য [State Vs Sheikh Mujibur Rahman & others]
- ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকায় এ মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলার তথ্য ফাঁস করে দেন পাকিস্তান ইন্টার ইন্টেলিজেনসের সদস্য আমির হোসেন।
- ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব এস.এ. রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কড়া প্রহরায় মামলার বিচার শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণ করে ফাঁসি দেওয়াই ছিল এ মামলার লক্ষ্য।
- এই মামলার সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষে ১১ জন। রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন।
- প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি ডিফেন্স টিম গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙালিরা ব্রিটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম এমপিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাকে সহযোগিতা করেন আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌশলি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেল টি. এইচ, খান। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এস এ রহমান। অপর দুই বিচারপতি ছিলেন এম আর খান ও মুকসুমুল হাকিম। ২৯ জুলাই ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে মামলার শুনানি পুনরায় শুরু হয়। স্যার টমাস উইলিয়াম ৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন।

আগরতলা মামলা (১৯৬৮)

- ১৯ জুন বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও টেলিভিশন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে মামলার শুনানি শুরু হয় পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২-ক এবং ১৩১ ধারা অনুসারে।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে ১নং আসামি করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে মূল উদ্যোক্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ২নং আসামি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জম হোসেনকে। আসামিদের মধ্যে সিএসপি (CSP) অফিসার ছিলেন ৩ জন। অন্যরা হলেন সামরিক বাহিনীর সদস্য রাজনীতিবিদ।
- যারা এই মামলায় বন্দি হয়ে ছিলেন তাদের ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী আইনে অভিযুক্ত করা হয়। এছাড়া আরও ১১ জন অভিযুক্ত ছিলেন, রাজসাক্ষী হতে সম্মত হওয়ায় তাদের ক্ষমা করা হয়েছিল।
- উল্লেখ্য, মামলার ১৭নং আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বন্দি অবস্থায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে।
- শেখ মুজিবুর রহমান আগরতলা মামলাকে 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র' মামলা নামে অভিহিত করেন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শেষ আসামি ছিলেন লে. আব্দুর রউফ (নৌ বাহিনী)।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান ফরিয়াদী হিসেবে ছিলেন পাঞ্জাবি আইনজীবী মঞ্জুর কাদের।
- আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল ১৬টি।

POLL QUESTION-06

✪ আগরতলা মামলার কততম আসামীকে ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয়?

(a) ১৫ নং

(b) ১৬ নং

(c) ১৭ নং

(d) ১৮ নং

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

- ১০ জন, ৪ টি ছাত্র সংগঠন।
- ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন(মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন(মেনন), National Student Front(NFS), এর সভাপতি, সম্পাদক এবং ডাকসুর ভিপি(তোফায়েল), G.S এই ১০ জন নিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।
- ডাকসুর ভিপি হিসেবে তোফায়েল আহমেদ এর সমন্বয়ক ও মুখপাত্র নিযুক্ত হন।
- আইয়ুব খানের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদকে সভাপতি করে একটি সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' (Student Action Committee) গঠন করে।
- ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৯, 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে ১১-দফা দাবি ঘোষণা করা হয়। [বইঃ সত্য মামলা আগরতলা- কর্নেল শওকত আলী মোল্লা]
- মূলত ৬-দফার বিস্তারিত রূপই ১১ দফা। ১১ দফার ৩ নং দফা ৬ দফা, বাকি ১০ দফা ছাত্রদের।
- ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' DAC (Democratic Action Committee) নামক মোর্চা গঠন করে এবং ৮-দফা দাবি উত্থাপন করে যাতে ৬ দফা ও ১১-দফার সমর্থন পাওয়া যায়।
- ১১ দফা আন্দোলনের সময় ডাকসুর ভিপি ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। ১১ দফা আন্দোলনের সময় সরকারি ছাত্র-সংগঠন ছিল এন.এস.এফ।

গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৮-৬৯)

- ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে এবং '৬৯ সালের শুরু থেকে আইয়ুব খানের পদত্যাগ পর্যন্ত গণআন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। গণআন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত করেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি উত্তেজনাপূর্ণ একটি ভাষণ প্রদান করেন ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮।
- ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয় আওয়ামী লীগের ৬-দফা, সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের ৮দফার উপর ভিত্তি করে।
- পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে DAC ও SAC ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট আহ্বান করে। ঐদিন সর্বাত্মক হরতাল পালনকালে একজন পুলিশ অফিসারের গুলিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। তিনি ১১ দফা আন্দোলনের প্রথম শহিদ। ২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯ ঢাকর বকশীবাজারে অবস্থিত নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর রহমান পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। ২৪ জানুয়ারি 'গণ-অভ্যুত্থান দিবস' পালন করা হয়।
- ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়।
- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ ব্যাপক গণ-আন্দোলনের চাপের মুখে আইয়ুব খান মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি প্রদান করতে বাধ্য হয়।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ জনতার সমর্থনে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করে।
- ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পকিস্তানের নাম রাখেন বাংলাদেশ।
- আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন-২৫ মার্চ। ক্ষমতা হস্তান্তর করেন-সেনাপ্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট।
- গভর্নর মোনায়েম খান অপসারিত হন-২০ মার্চ ১৯৬৯।
- গণ-অভ্যুত্থানের নায়ক বলা হয় -তোফায়েল আহমদকে।
- আসাদ গেটের পূর্ব নাম ছিল -আইয়ুব গেট

POLL QUESTION-07

✪ শহিদ আসাদ দিবস কবে পালিত হয়?

(a) ২০ জানুয়ারি

(b) ২০ ফেব্রুয়ারি

(c) ১০ জানুয়ারি

(d) ১০ ফেব্রুয়ারি

১৯৭০ এর নির্বাচন

আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় বসেন। এই দিনে ইয়াহিয়া সামরিক শাসন জারি করে ১৯৬২ সালে আইয়ুব প্রবর্তিত ২য় সংবিধান বাতিল করেন। অতঃপর তিনি নতুন এবং ৩য় সংবিধান দেয়ার ঘোষণা দেন। তিনি গণপরিষদ গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় পরিষদে নির্বাচন দেয়ার জন্য ৩০ মার্চ ১৯৭০, ২৭টি অনুচ্ছেদ ও ৩টি তফসিল যুক্ত The Legal Framework Order (LFO) জারি করেন।

→ **নির্বাচনের তারিখঃ** ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০, জাতীয় পরিষদে এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১২ নভেম্বর ১৯৭০, গর্কি ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উপকূলীয় আসনগুলোতে নির্বাচন হয় ১৭ জানুয়ারি, ১৯৭১।

→ **আওয়ামী লীগের ইশতেহারঃ** ৬ দফা

→ **প্রতীকঃ** আওয়ামী লীগ – নৌকা।
পাকিস্তান পিপলস পার্টি – তরবারি।

→ **আসনঃ** জাতীয় পরিষদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যা ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হয়।

* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদের ১১১ নং আসন (ঢাকা-৮) থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহন করেন এবং জয়ী হন।

- পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালে।
- বাঙালি জাতির ইতিহাসেও এটি প্রথম স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।

জাতীয় পরিষদের আসন বণ্টন

পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
নির্বাচিত	১৬২	নির্বাচিত	১৩৮
সংরক্ষিত মহিলা আসন	৭	সংরক্ষিত মহিলা আসন	৬
মোট	১৬৯	মোট	১৪৪
মোট ৩১৩			

১৯৭০ সালের নির্বাচন

- **ফলাফলঃ** পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ টি আসন পেয়ে একক বৃহত্তর দলে পরিণত হয়। পিপিপি ৮৭ আসন পেয়ে ২য়। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৭৫.১% ও প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচন			
আওয়ামী লীগ		পিপলস পার্টি	
নির্বাচিত	১৬০	নির্বাচিত	৮৩
সংরক্ষিত মহিলা আসন	৭	সংরক্ষিত মহিলা আসন	৪
মোট	১৬৭	মোট	৮৭
মোট ৩১৩			

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন			
পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
নির্বাচিত	২৮৮	নির্বাচিত	১২
সংরক্ষিত	১৩	সংরক্ষিত	০
মোট	২৯৮	মোট	১২
মোট ৩১০			

- **শপথ গ্রহণ** ৩ জানুয়ারি ১৯৭১, রেসকোর্সে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত সদস্যদের ৬ দফার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার জন্য MNA ও MPA দের শপথ পাঠ করান। জাতীয় পরিষদের সদস্যদের MPA ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের MNA বলা হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন ১০ জানুয়ারি।
- **অধিবেশন আহবানঃ** ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদে অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু ১ মার্চ ১৯৭২ বেলা ১টা ৫ মিনিটে রেডিও ঘোষণায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য অধিবেশন স্থগিত করা হয়।

POLL QUESTION-08

✪ স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের শাসনের অবসান ঘটে কবে?

(ক) ২৫ মার্চ, ১৯৬৯

(খ) ১ মার্চ, ১৯৭০

(গ) ২৫ মার্চ, ১৯৭০

(ঘ) ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০

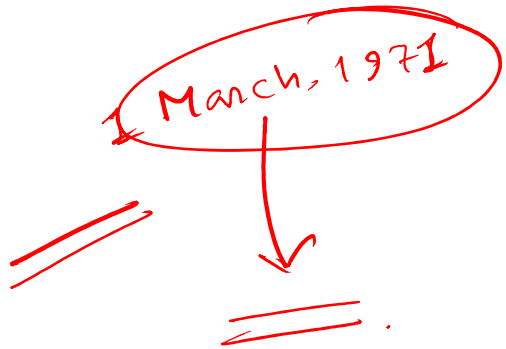

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়